গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
বিদ্যুৎ উইং

নং- ২০.০৫.০০০০.৪৭৮.১৪.২৮৭.১৭-২০৮

তারিখঃ ০৮ শ্রাবণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

পিইসি সভার বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ "পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ"-শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) কর্তৃক প্রস্তাবিত "পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ"- শীর্ষক প্রকল্পের ওপর **প্রকল্প মূল্যায়ণ কমিটি (পিইসি)'র সভা** আগামী ০৭/০৮/২০১৭ তারিখ সোমবার বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি বিভাগ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে (ব্লক-১০, কক্ষ-৩) অনুষ্ঠিত হবে।

২। উক্ত সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-প্রধান/যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের নিম্নে নয়) প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। সভার কার্যপত্র এবং প্রস্তাবিত ডিপিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

২৩/০৭/২০১৭

(আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১৮০৬৪৬
ই-মেইলঃ kzaman050870@yahoo.com

সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট এর দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ
ডাইরী নং ৬৭ তারিখঃ ২৪/৭
সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
কর্মকর্তা

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ উপ-সচিব, বাজেট অধিশাখা-১৫)।
৩। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[দৃঃআঃ যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ ভবন, ১ আবদুল গনি রোড, ঢাকা (১১ তলা)]।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন কোম্পানী লিঃ,আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
১০।ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্থ-ওয়েষ্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন, রমনা, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রুরাল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ (আরপিসিএল), বাড়ী নং-১৯, রোড-১/বি, সেক্টর-৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। উপ-সচিব, প্রটোকল শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(২০ জন কর্মকর্তার চা-নাস্তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর পুলিশ ক্যাম্প, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(তাঁকে সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের কমিশন চত্বরে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৩। সিনিয়র সিষ্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪। সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-প্রধান (শিল্প ও সমন্বয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। উপ-প্রধান (বিদ্যুৎ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

E:\4. APSCL\Potuakhali 1320 MW\PEC\PEC Notice.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
বিদ্যুৎ উইং

বিষয়ঃ পিইসি সভার জন্য কার্যপত্র

১। **প্রকল্পের নামঃ** "পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ সুপার থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট-এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ"-শীর্ষক প্রকল্প।

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ**

(ক) বিভাগ /মন্ত্রণালয়ঃ বিদ্যুৎ বিভাগ /বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)।

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** (কোটি টাকায়)

জিওবি	সংস্থার নিজস্ব	প্রকল্প ঋণ	মোট
৭৯৮.৪৪১০	৫৩.২৪৬৫	০.০০০০	৮৫১.৬৮৭৪

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ** জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** (কোটি টাকায়)

অর্থায়নের প্রকৃতি	জিওবি	সংস্থার নিজস্ব	প্রকল্প ঋণ	মোট	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) ঋণ	৭৯৮.৪৪১০	০.০০০০	০.০০০০	৭৯৮.৪৪১০	প্রযোজ্য নয়।
(খ) অনুদান	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	
(গ) ইক্যুইটি	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০	
(ঘ) অন্যান্য	০.০০০০	৫৩.২৪৬৫	০.০০০০	৫৩.২৪৬৫	
মোটঃ	৭৯৮.৪৪১০	৫৩.২৪৬৫	০.০০০০	৮৫১.৬৮৭৪	

৬। **২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তিঃ** প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ এর এডিপি'তে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালাকায় অন্তর্ভুক্ত আছে (ডিপি পৃষ্ঠাঃ ৭৩৫, ক্রমিক নং-৩৮৮)।

৭। **প্রকল্প এলাকাঃ**

বিভাগ	জেলা	এলাকা
বরিশাল	পটুয়াখালী	কলাপাড়া

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল টেকনোলজি ব্যবহার করে পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের নিমিত্ত পটুয়াখালী জেলার দেবপুর, পাঁচজুনিয়া, ধানখালী ও চালিতাবুনিয়া মৌজার ৯৩০.৬১৫ একর জমি অধিগ্রহণ।
- পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত ভূমির উন্নয়নকরণ।
- পরিবেশ বান্ধব গ্রীন এনার্জি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষাকরণ।

- প্রস্তাবিত পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প নির্মাণের প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
- প্রস্তাবিত পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের পূনর্বাসিত করা।
- টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নকরণ।
- ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সরকারের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা।
- প্রকল্প এলাকায় সবুজ বনায়ন এবং চতুর্পাশে বৃক্ষরোপন।

৯। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বিদ্যুৎ আধুনিক সভ্যতার চালিকা শক্তি এবং দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের মেরুদন্ড। বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা; সরকার-এর এই উদ্দ্যেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমান সরকারের মিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন এবং উন্নতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

দেশের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা দেশের বিরাজমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয় যার ফলে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সামাজিক খাতে উন্নয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায়। উপরন্তু, বিদ্যুৎ চাহিদা দ্রুত হারে বাড়ছে ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে বেশি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে একই সাথে সরকারের উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুতের পর্যাপ্ত উৎপাদন যোগ করা প্রয়োজন।

সরকার ভিশন ২০৪১ কে সমানে রেখে আসন্ন বছরগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১৬ (পিএসএমপি-২০১৬) প্রস্তুত করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ১৭,০০০ মেগাওয়াট; ২০২৫ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ২৩,০০০ মেগাওয়াট; ২০৩০ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ৩০,০০০ মেগাওয়াট; ২০৩৫ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে বিদ্যুৎ চাহিদা হবে প্রায় ৫৭,০০০ মেগাওয়াট।

বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল) এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

এপিএসসিএল, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি এন্টারপ্রাইজ এবং আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অবস্থিত একটি জেনারেশন কোম্পানি। কোম্পানির মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৮২০ মেগাওয়াট যার বর্তমান ডি-রেটেড বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৭৭৪ মেগাওয়াট। এপিএসসিএল গ্রীডে কম খরচে বিদ্যুৎ সরবরাহে অবদান রাখছে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড ২৮ জুন ২০০০ ইং তারিখে কোম্পানি অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর অধীনে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং জুন ২০০৩ হতে কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এপিএসসিএল ২০১৫ সালে ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করে। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে এপিএসসিএল এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৭১৪৭ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে হবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো স্থাপন করেছে এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে এবং সাম্প্রতিক গ্যাস চাহিদা অন্যান্য খাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং প্রাথমিক বিকল্প জ্বালানী হিসাবে কয়লা নির্বাচন বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পূরণ করার জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের (এপিএসসিএল) পটুয়াখালী জেলায় ২×৬৬০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্পটি মূল প্রকল্পের সহায়ক

হিসাবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে মূল প্রকল্প ইসিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত এপিএসসিএল থেকে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্প/ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততাঃ

প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্প পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় চম্পাপুর-ধানখালী ইউনিয়নর দেবপুর-পাঁচজুনিয়া-ধানখালী-চালিতাবুনিয়া মৌজায় অবস্থিত। সাইটটি রাবনাবাদ চ্যানেল/পটুয়াখালী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং দক্ষিণে RPCL এবং NWPGCL-CMC কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ অবস্থিত।

সাইটটি ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়কের প্রায় ১১ কিঃমিঃ পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাইটটিতে নৌপথে (পটুয়াখালী ও অন্যান্য নদী) মাধ্যমে সহজে যাওয়া যাবে। তবে সাইটটিতে কোন রেল সংযোগ নাই। মহাসড়ক থেকে সাইটে এপ্রোচ রাস্তার জন্য পরিকল্পনা করা প্রয়োজন এবং নির্মাণ পর্যায় থেকে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। বর্তমানে সাইটে সড়ক সংযোগ সীমিত।

দারিদ্র্য পরিস্থিতিঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সরাসরি স্বল্পমেয়াদি ও মৌসুমি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে কৃষি ও অন্যান্য বাণিজ্যিক খাতে কিছু পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ বেশিরভাগই শ্রমনির্ভর এবং এটি আশা করা হচ্ছে যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় দরিদ্র আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে ফলে তাদের মাথাপিছু আয় বাড়বে।

১০। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম (ডিপিপি পৃঃ-১১):

- জমি অধিগ্রহণ (৯৩০.৬১৫ একর)
- ভূমি উন্নয়ন (১,১৬,৬৭,০৯৬ ঘন মিটার)
- নদী তীরে ভূমি সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ (১১ কিলোমিটার)
- ভূমি সংরক্ষণ ঢাল নির্মাণ (সিসি ব্লক) (৩ কিলোমিটার)
- পুনর্বাসন (১২০ পরিবার)

১১। প্রকল্পের আয় ব্যয় বিশ্লেষণ (লাভজনক/অলাভজনক) (ডিপিপি পৃঃ ১০)

	আর্থিক	অর্থনৈতিক
NPV	এই প্রকল্পের আয় পরিমাপযোগ্য নয় বিধায় নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV) পরিমাপ করা সম্ভব নয় মর্মে ডিপিপি'তে উল্লেখ আছে।	
BCR	এই প্রকল্পের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগের প্রভাব এই মুহূর্তে পরিমাপযোগ্য নয়। এটি একটি লিংকেজ প্রকল্প। কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক ও ব্যাপক। আয়-ব্যয় অনুপাত (BCR) মূল প্রকল্প বিশ্লেষণের সময় হিসাব করা হবে এবং বর্তমান প্রস্তাবিত প্রকল্পের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হবে মর্মে ডিপিপি'তে উল্লেখ আছে।	
IRR	প্রযোজ্য নয়	

১২। পরিকল্পনা কমিশনের মতামতঃ

১২.১ প্রকল্পের প্রস্তাবিত নামের সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্যেসমূহের মধ্যে অনেকগুলোই সংগতিপূর্ণ নয় এগুলো সংশোধন করা যেতে পারে।

১২.২ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত MTBF সম্পর্কিত তথ্য ছকের ১১ নং অনুচ্ছেদ এবং ডিপিপি'র ৬.২ অনুচ্ছেদ বর্ণিত তথ্য এক নয় বিধায় দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

১২.৩ ডিপিপি'র ২৪.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী EIA এর প্রতিবেদন চূড়ান্ত হলে সে মোতাবেক EMP প্রণয়নপূর্বক তার ব্যয় প্রাক্কলন ডিপিপি'তে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি চূড়ান্ত করা সমীচীন হবে।

১২.৪ ডিপিপি'র ২২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাঁধ নির্মাণ ১১ কিঃ মিঃ ও ভূমি সংরক্ষণ ঢাল নির্মাণ (সিসি ব্লক) ৩ কিঃ মিঃ দেখানো হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের পরিমাণ (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থসহ) এবং সংরক্ষণের পরিমাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সভাকে জানাতে পারে।

১২.৫ আরপিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমজাতীয় একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রস্তাবিত মেয়াদে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ শেষ করে অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদকাল বাস্তবসম্মতভাবে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে।

১২.৬ যানবাহনের ব্যয় প্রাক্কলন অর্থ বিভাগের নিধারিত রেইট এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন পূর্ত কাজের ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের পূর্ত কাজের দর তালিকা-২০১৪ এর উল্লেখ আছে। ২০১৭ সালে এসে এ দর বাস্তব সম্মত হবে কি না এ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।

১২.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিধায় স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণে পরিকল্পনা কমিশন আইএমইডিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১২.৯ প্রকল্পটির আওতায় ৯৩০.৬১৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব বাবদ ২০৪.৭১৮৯ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। পুনর্বাসন (প্যাকেজ) বাবদ ৬৩.১২ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন এবং ভূমি উন্নয়ন বাবদ ২৯১.৬৭৭৪ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এত বিপুল আয়োতনের ভূমি অধিগ্রহণের পক্ষে যৌক্তিকতা এবং পুনর্বাসন (প্যাকেজ) এর বিষয়টি বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

(কাজী জাহাঙ্গীর আলম)
যুগ্ম-প্রধান
বিদ্যুৎ উইং

সংলগ্নী-ক

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (ডিপিপি পৃঃ ৩):

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	আইটেম	পরিমাণ	মোট খরচ	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) রাজস্ব:						
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	১০ জন	১.৬১০৪		১.৬১০৪	০.১৯%
২.	কর্মচারীদের বেতন	২৭ জন	০.৯৪৪৩		০.৯৪৪৩	০.১১%
৩.	ভাতাদি	থোক	২.১২৪৯		২.১২৪৯	০.২৫%
৪.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	০.৮০২০		০.৮০২০	০.০৯%
৫.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	০.১৭০০		০.১৭০০	০.০২%
উপমোট (রাজস্ব):			৫.৬৫১৬	০.০০	৫.৬৫১৬	০.৬৬%
(খ) মূলধন ঃ						
৬.	অফিস সংস্থাপন ব্যয়	থোক	০.৫৭২০		০.৫৭২০	০.০৭%
৭.	যানবাহন (জীপ-১, পিকআপ-ডাবল কেবিন-১, মটর সাইকেল-৪, স্পিড বোট-১)	৭ টি	১.৩৬০০		১.৩৬০০	০.১৬%
৮.	ভূমি অধিগ্রহন	৯৩০.৬১৫ একর	২০৪.৭৬৮৯	২০৪.৭৬৮৯		২৪.০৪%
৯.	পুনর্বাসন	প্যাকেজ	৬৩.৬২০২	৬৩.৬২০২		৭.৪৭%
১০.	ভূমি উন্নয়ন	১১৬৬৭০৯৬ ঘন মিঃ	২৯১.৬৭৭৪	২৯১.৬৭৭৪		৩৪.২৫%
১১.	পূর্ত কাজ (আবাসিক) (সংযুক্তি -৭)	ডিপিপি পৃ-৩২	০.৯১৪৯	০.৯১৪৯		০.১১%
১২.	পূর্ত কাজ (অনাবাসিক) (সংযুক্তি -৮)	ডিপিপি পৃ-৩৩	৩১.৩৭৬১	৩১.৩৭৬১		৩.৬৮%
১৩.	বাঁধ নির্মাণ	১১ কিঃ মিঃ	৩৭.৭২৫৬	৩৭.৭২৫৬		৪.৪৩%
১৪.	ভূমি রোধ (Earth Slope Protection)	৩ কিঃ মিঃ	৪৫.২৪০০	৪৫.২৪০০		৫.৩১%
১৫.	ভ্যাট ও ট্যাক্স	১৩%	৯২.৪০৮৫	৯২.৪০৮৫		১০.৮৫%
১৬.	জিওবি বরাদ্দের উপর প্রতি বছর নির্মাণকালীন সুদ	৩%	৪৩.৮৩২৩		৪৩.৮৩২৩	৫.১৫%
উপমোট (মূলধন)			৮১৩.৪৯৬০	৭৬৭.৭৩১৭	৪৫.৭৬৪৩	৯৫.৫২%
গ) ফিজিক্যাল কন্টিঞ্জেন্সি		২%	১৬.২৬৯৯	১৫.৩৫৪৬	০. ৯১৫৩	১.৯১%
ঘ) প্রাইস কন্টিঞ্জেন্সি		২%	১৬.২৬৯৯	১৫.৩৫৪৬	০.৯১৫৩	১.৯১%
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			৮৫১.৬৮৭৪	৭৯৮.৪৪১০	৫৩.২৪৬৫	১০০%